দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 02 APR 1994 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি ফি আদায়—

স্টাফ রিপোর্টার ঃ চট্টগ্রাম, ১ এপ্রিল।–এক শ্রেণীর প্রাথমিক শিক্ষকের দুর্নীতির ফলে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যর্থ হতে চলেছে। দুই হাজার সাল নাগাদ সবার জন্য শিক্ষা, এই কর্মসূচীর আওতায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা সফল করে তোলার জন্য বর্তমান সরকার দুস্থ অভিভাবকের ছেলে মেয়েদের খাদ্যের বিনিময়ে শিক্ষা কর্মসূচী চালু করেছে। অথচ চট্টগ্রাম মহানগরীসহ জেলার বিভিন্ন থানায় প্রাথমিক স্কুলসমূহে এক শ্রেণীর দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষক স্কুলে ভর্তি ইচ্ছুক ছেলেমেয়েদের কাছে থেকে ভর্তিকালীন ও সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে দেয় বই বিতরণের সময়ে টাকা আদায় করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জেলার বিভিন্ন থানায় স্কুলগুলোতে প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর প্রতিটি শিক্ষার্থীর কাছ থেকে ২৫/৩০ টাকা আদায় করা হচ্ছে। এবং চট্টগ্রাম মহানগরীর কোন কোন স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির জন্য নেওয়া হচ্ছে ৪০ থেকে ৬০ টাকা পর্যন্ত। রসিদবিহীন আদায়কৃত এই টাকা সম্পর্কে জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট স্কুলসমূহের প্রধান শিক্ষক ও অন্যান্য শিক্ষক জানান স্কুল পরিচালনা কমিটির পরামর্শ অনুযায়ী স্কুলের বিভিন্ন কাজের জন্য এই টাকা নেয়া হচ্ছে।

অবৈধভাবে টাকা আদায়ের ফলে বর্তমান সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী সম্পর্কে স্থানীয়ভাবে জনমনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। এই অনিয়মের ফলে মহানগরীসহ জেলার ২০টি থানায় লাখ লাখ স্কুলগামী শিশু কিশোর প্রাথমিক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

এক হিসাবে দেখা যায় চট্টগ্রাম মহানগরীর ৬টি থানায় সরকারী রেজিস্ট্রিকৃত ও বেসরকারী পর্যায়ে স্কুল রয়েছে ২৪৪টি। জেলার বাকী ১৪টি থানায় সরকারী স্কুল রয়েছে ১ হাজার ৪৭৮টি, রেজিস্ট্রিকৃত ১৩২টি ও রেজিস্ট্রিবিহীন ৬২টি স্কুলসহ এক হাজার ৬৭২টি স্কুল রয়েছে।

চট্টগ্রাম মহানগরী ও জেলার সর্বমোট ১ হাজার ৯১৬টি স্কুলে এ বছর বই বিতরণ করা হয়েছে। প্রথম শ্রেণীতে ১ লাখ ৮৮ হাজার ৪০ সেট, দ্বিতীয় শ্রেণীতে ১ লাখ ৬০ হাজার ৫৩৯ সেট, তৃতীয় শ্রেণীতে ১ লাখ ৫১ হাজার ৯৪৯ সেট, চতুর্থ শ্রেণীতে ১ লাখ ১৯ হাজার ৮৬২ সেট এবং পঞ্চম শ্রেণীতে ১ লাখ ১ হাজার ২৯ সেট। এসব বই বিতরণ করা হলেও ১৯৯৪ সালের কত জন ছাত্র ছাত্রী মহানগরী ও জেলার স্কুলগুলোতে ভর্তি হয়েছে এবং কতজন শিশু কিশোর স্কুল গমনোপযোগী রয়েছে তার পরিসংখ্যান জেলা শিক্ষা অফিস থেকে জানাতে পারেনি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ভর্তির সময় শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে টাকা আদায়ের ফলে এবার চট্টগ্রাম মহানগরীতে ছেলেমেয়েদের উপস্থিতি গত বছরের তুলনায় কম। প্রাথমিক স্কুলগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে টাকা নেয়া হচ্ছে এ ধরনের অভিযোগের ব্যাপারে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করা হলে তারা জানান, এ ধরনের অভিযোগ তাদের কানে এসেছে। তবে লিখিত ও সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ না পাওয়ায় কারো বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাচ্ছে না। ভর্তি ইচ্ছুক প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে টাকা আদায়ের ব্যাপার নিয়ে মহানগরীর একজন শিক্ষক নেতার সঙ্গে আলাপ করলে তিনি এই অভিযোগের সত্যতা স্বীকার

চট্টগ্রাম মহানগরীর চান্দগাও থানার পূর্ব ষোল শহরস্থ হাসান প্রাথমিক স্কুলে প্রথম শ্রেণীর একজন ছাত্র ভর্তির জন্য ৬০ টাকা করে আদায় করা হচ্ছে। এ অভিযোগের সত্যতা যাচাই করতে গিয়ে প্রথম শ্রেণীর একজন ছাত্র ভর্তি করতে এই প্রতিবেদককেও ৬০ টাকা ফি দিতে হয়।

ছাত্র/ছাত্রী ভর্তিতে টাকা নেয়ার কারণ জানতে চাইলে স্কুলের প্রধান শিক্ষকসহ অন্যান্য শিক্ষকগণ স্কুল পরিচালনার জন্য কমিটির নির্দেশ অনুসারে এই টাকা নিচ্ছে বলে জানান।

এভাবে মহানগরীসহ জেলার স্কুলসমূহে ছাত্র ভর্তি ও বই প্রদানের সময়ে বিভিন্ন হারে টাকা আদায় করা হচ্ছে।

প্রাথমিক স্কুলসমূহে অবৈধভাবে টাকা আদায়ের ফলে, বর্তমান সরকার ঘোষিত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচী ব্যাহত হচ্ছে।